দুর্যোগকালীন সময় WASH

বন্যা পরবর্তী তাৎক্ষনিক নেওয়ার কিছু পদক্ষেপ

প্রতিকূল অবস্থায় টিকে থাকা মানুষগুলোর মূল প্রতিবন্ধক বিশুদ্ধ খাবার পানি এবং স্যানিটেশন সেবাগুলোকে পুনরুদ্ধার পুনঃস্থাপন করা।
প্রভাবিত পরিবারগুলোতে কীভাবে পানি ও স্যানিটেশন সেবা পুনঃস্থাপন বা সরবরাহ করা যায় তা জানুন।

ধাপ ১

- ক্ষতিগ্রস্ত এলাকায় পানির ক্ষয়ক্ষতি পরিমাপ করা।
- লাল রঙ চিহ্নিত দূষিত (অব্যবহারযোগ্য) উৎসগুলি এড়িয়ে চলুন।
- কম প্রভাবিত বা নিরাপদ উৎসগুলো শনাক্ত করুন এবং সেগুলো পুনরুদ্ধার করে দ্রুত পরিবারগুলোর জন্য পানি সরবরাহ পুনরায় চালু করুন।

ধাপ ২

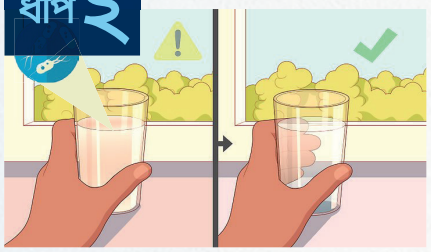

- যদি ক্ষতিগ্রস্ত এলাকায় ইতিমধ্যেই খাবার পানির উৎস থাকে, তাহলে পরিবারগুলোকে সরবরাহ করার আগে পানির নমুনা পরীক্ষা করুন, বিশেষত ব্যাকটেরিয়াজনিত দূষণের জন্য।
- যেখানে পানি পানের উপযোগী কোন উৎস নেই সেখানে বাইরে থেকে খাবার পানি সরবরাহের ব্যবস্থা করুন।

ধাপ ৩

- যদি পানির উৎসগুলোর চারপাশে আবর্জনা এবং কাদা জমে থাকে, তাহলে পরিষ্কার করুন বা ধুয়ে দিন।
- দূষিত পানি বের করে দেওয়ার পরে, উন্মুক্ত কূপ বা নলকূপগুলো জীবাণুমুক্ত করার জন্য খোলা ক্লোরিন দিন।

ধাপ ৪

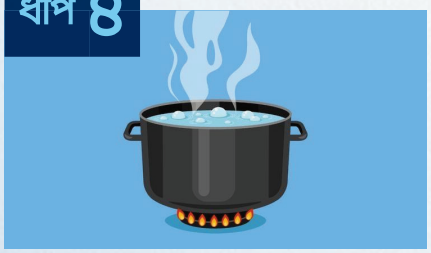

- যদি পানির উৎস হতে পরিষ্কার পানি সরবরাহের ব্যবস্থা করা না যায়, তাহলে গৃহস্থালীতে ফুটানো পানি বা পানিতে ক্লোরিন ট্যাবলেট ব্যবহারের মতো অস্থায়ী ব্যবস্থা গ্রহণ করার জন্য মানুষজনদের প্রশিক্ষণ দিতে হবে।

ধাপ ৫

- যেখানে খাবার পানির উৎসগুলো ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে, সেখানে পরিবারগুলোতে খাবার পানি সরবরাহ পুনরুদ্ধার করতে ভাঙা পাম্প বা পাইপলাইনগুলো পুনর্গঠন বা প্রতিস্থাপন করুন।

ধাপ ৬

- বিদ্যমান স্যানিটারি সুবিধাগুলোর ক্ষতির মাত্রা মূল্যায়ন করুন এবং দ্রুত পুনরুদ্ধার বা পুনর্গঠন করুন।
- পুনর্নির্মাণের অপেক্ষায় থাকা মানুষের জন্য অস্থায়ী স্যানিটারি সুবিধা তৈরি করা যেতে পারে। যেখানে সেখানে মলত্যাগের ক্ষতিকর প্রভাব সম্পর্কে সচেতনতা তৈরি করুন।

ধাপ ৭

- ম্যালেরিয়ার মতো কীটবাহিত রোগের বিস্তার রোধ করতে জমে থাকা বন্যার পানি নিষ্কাশন করুন বা এলাকাটিকে জীবাণুমুক্ত করুন।

ধাপ ৮

- ক্ষতিগ্রস্ত এলাকায় মানুষের মধ্যে হাত ধোয়ার মতো ভাল স্বাস্থ্যবিধি চর্চা প্রচার করুন।
- পানি এবং খাদ্য পরিচালনাসহ অন্যান্য কার্যক্রম যেন স্বাস্থ্যসম্মত হয় তা নিশ্চিত করুন।

বন্যা-পরবর্তী সহায়তা কার্যক্রমে অংশগ্রহণের পরিকল্পনা থাকলে নিম্নলিখিত বিষয়গুলো মেনে চলতে ভুলবেন না:

টিকাদান
এলাকায় প্রচলিত রোগগুলোর (ম্যালেরিয়া, জন্ডিস, টাইফয়েড) প্রতিরোধমূলক টিকা নিন।

নিরাপদ পানি বহন
সবসময় নিরাপদ খাবার পানি এবং প্রয়োজনীয় খাদ্যসামগ্রী সঙ্গে রাখুন

সহযোগিতা
কর্তৃপক্ষের আয়োজিত সমন্বয় সভায় অংশগ্রহণ করুন

ব্যক্তিগত নিরাপত্তা সামগ্রী
ব্যক্তিগত নিরাপত্তা সামগ্রী যেমন ফাস্ট এইড কিট, টর্চ লাইট, মাস্ক, গ্লাভস, হাত ধোয়ার সাবান/স্যানিটাইজার ইত্যাদি সঙ্গে রাখুন

যোগাযোগের তথ্য সঙ্গে রাখুন
ত্রাণ সংস্থা বা এলাকায় ব্যক্তিদের যোগাযোগের বিবরণ সঙ্গে রাখুন। স্থানীয় প্রশাসনের সাথে নিয়মিত যোগাযোগ বজায় রাখুন।

সতর্ক থাকুন
প্রভাবিত এলাকায় কি ঘটছে সে সম্পর্কে সর্বদা সতর্ক থাকুন।